টুনি-কথার ঘেরাও থেকে বলছি

অরুণ মিত্র

অনুষ্টুপ প্রকাশনী
২ই নবীন কুণ্ডু লেন। কলিকাতা ৭০০ ০০৯

কবি অরুণ মিত্র সমীপেষু

বিগত শতাব্দীর নয়ের দশকের প্রথম বছরে দূরভাষে আপনি আমাকে ডেকেছিলেন। *অনুষ্টুপ* বরাবরই আপনার প্রিয় পত্রিকা। আপনার অনেক কবিতা প্রকাশিত হয়েছে, এই পত্রিকায়। আমিই সাধারণত আপনার কুষ্ঠিয়া হাউসিং-এর ছোটো ফ্ল্যাটটাতে লেখা আনতে যাই। এবার আপনি ডাকলেন, বললেন আপনার কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করতে হবে। কাব্যগ্রন্থের নাম *টুনি-কথার ঘেরাও থেকে বলছি*। সেই কাব্যগ্রন্থের দ্বিতীয় কবিতাটি গদ্যছন্দে লেখা। আর এই কাব্যগ্রন্থটি পড়লে মনে পড়বে সুমনের গান—'উঠে দাঁড়ালেন অরুণ মিত্র'। আচ্ছা আপনি কী করে বুঝলেন সেই ১৯৯২ সালে যে 'পট পরিবর্তন কাকে বলে'?

'তখন ছায়া পড়ল। কী হল কী হল। পটবদল যার জানা সেই জানে। কিন্তু কতটুকু জানে? কেউ কি জানে সুন্দর মুখ কালাচের বিষে কেন ভরে ওঠে, কেনই বা ফুটফুটে তারাদের নিচে দু'চোখ ঝাপ্‌সা হয়ে ওঠে জলে? আর জল, নিমজ্জনের কী রহস্যে যে টানে সে। আশ্চর্য হওয়ার মধ্যে প্রশ্নের তোলপাড়ের মধ্যে তলিয়ে যাওয়া।'

আপনার এই গদ্য কবিতার অংশটি যে আজকের কথা বলছে। আমরা যে প্রশ্নের তোলপাড়ের মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছি, অরুণদা? কবিতা তো এই শতকের এই সময় যেন ছুটি পেয়ে এক দৌড়ে ফেসবুকে ঢুকে গেছে। কিন্তু আপনার কবিতা তো সদা-সর্বদাই জীবনের গহীন সত্যের কথা বলে যায় অবলীলাক্রমে।

বন্ধু গোগোল, এবং আপনার নাতনি আপনার কবিতায় এখনও মশগুল। কেবল রক্তের টান নয়, টান সত্যের, টান কল্পনা ও ভালোবাসার।

মনে পড়ে, মৃত্যুর অব্যবহিত আগে আপনি হঠাৎ বলে উঠলেন—'অনিল, কবিতা আসছে, তুমি কলম নাও। লিখে রাখো, নইলে হারিয়ে যাবে।' দু'চোখ ঝাপসা হয়ে উঠেছিল, খালেদদা, খালেদ চৌধুরীর চোখও ছিল অশ্রুসিক্ত। কে ভুলতে পারে আপনার মতো অসাধারণ একজন মানুষ এবং কবিকে? আমরা ভুলিনি। তাই ১৯৯২ সালের বইমেলার পর এই ২০২৬ সালের বইমেলায় ৩৩ বছর পরে পাঠকের হাতে তুলে দিলাম আপনার বলা কথা—*টুনি-কথার ঘেরাও থেকে বলছি।*

আমার প্রণতি গ্রহণ করুন।

১৯-১২-২০২৫

অনিল আচার্য

সূচি

ছবির সামনে	১১
শুরুশেষের পালা	১২
অপেক্ষা করছি	১৫
জানি না কোথায়	১৬
বেড়াজালে	১৭
জননী তোমায় এম্‌নি করেই	১৮
এইখান থেকেই আগুন লাগে রাস্তায়	১৯
আরেক আওয়াজ শুনে	২০
জখম ঘরে ফিরি	২১
ডাকছি	২২
শুনশান আকাশের নিচে	২৩
এখনো জলের জন্য	২৪
আর একটু থাকো	২৫
আমাকে বিঁধে ফেলেছে	২৬
অরুণোদয়ের পথে	২৭
এইখানে বিশ্রাম ঘুম	২৮
এই হু হু ঝড়	২৯
আকাল	৩০
চোখ নামুক	৩১
মাটিতে আমার দুমদাম	৩২
কলকাতার পাথরে	৩৩
দোলনচাঁপা	৩৪
সেইদিকে চলেছি	৩৫
ছিনতাই	৩৬
পার্কের সীমানায়	৩৭
ঝড়বৃষ্টিতে	৩৮

এই আমার আপনার ৩৯
ভয়ে ভালোবাসায় ৪০
চাওয়া ৪১
ঘরের কথা ৪২
গহীন গাঙের ধারে ৪৩
জন্মদাগ ৪৪
পাগলকে ৪৫
একটি ইস্পাতমুখ ৪৬
মঞ্চ থেকে ৪৭
তারা সেই কবে ৪৮
কোন্ অতলান্তিকে ৪৯
তোমার ঘুমের মধ্যে ৫০

রঙ্গভূমি

পাতলা-গাঢ় সুসমাচার ৫৩
ব্রেকফাস্ট ৫৬
প্রভুরা মহাপ্রভুরা ৫৯
বাহবা ৬১
বছর বছর ঘুরে ৬২
কারিগর ৬৩
আপনার বিখ্যাত কথা ৬৪
ভালুকনাচ ৬৫
আবেদন ৬৬
ভানুমতী ৬৯
রাব্‌ড়িবাবু ৭০
পয়লা নম্বর চামড়া ৭২

ছবির সামনে

এই ছেলেটাকে কি তুমি চিনতে পার? যাকে ছেড়ে দিয়েছিলে আমগাছের জটলায় পুকুরঘাটে ছ্যাকরা গাড়ির ছোটায় সূর্যঢলার সীমান্তে? যার ফেরার পথ তোমার বুকের ভেতরে ফুটে উঠত রোজ?

কিন্তু তার আগে তুমি নতুন বউ, ছবির বউ। তোমার শাড়ির আঁচল ভরতি তারা, আকাশময় তোমার স্বপ্ন। তোমার লাজুক চোখমুখে দুরুদুরু জয় কাঁপছে

কোন্ জয় তা কি তুমি জেনেছিলে কোনোদিন? কেমন করেই-বা জানবে? জয়ের আকাশটুকুই শুধু বুকের খাঁচায় লুকিয়ে পুষে রেখেছিলে, বাইরে এনে তার বুলি ফোটানো আর হল না। নতুন বউয়ের ঠোঁটে ভোরের হাসি মাখিয়ে ছবির মধ্যেই ব'সে রইলে তুমি।

সেখান থেকে যখন তুমি নেমেছিলে তখন কাঁটা, তোমার সারাপথ কাঁটায় কাঁটা। তার মাঝখানে তোমার ব্যাকুল চাউনি আর ছেলেটার ফেরার রাস্তা মায়াপাপড়িতে ঢেকে দেওয়া। প্রতিদিনের সে কি জয় না পরাজয়? হায় মা।

অবশেষে তুমি যখন আমায় প্রাণপণে দেখতে চাইলে তখন তোমার দুচোখ ডুবে যাচ্ছিল অন্ধকারে। তবু আমায় আঁকড়ে তোমার দুঠোঁটের নিঝুম কথা। কোন্ কথা ছিল তোমার জিবের ডগায়? তুমি কি বলতে চাইছিলে, "খোকা তুই পারলি না, ফিরে আয়, একেবারে ফিরে আয় তুই?" হায় মা।

আলোর আসর তুমি দেখতে পাওনি, দেখতে পাওনি ছেলেটার মুখ ঘিরে তোমার আঁচলের তারা। আমি অন্ধকারে বেরিয়ে এসেই বুঝলাম তুমি সেইখানে। কখনো কখনো উঁচু মঞ্চ থেকে দামামায় আর বহু বহুবার তরুণ গলার সোহাগমীড়ে আমি ছড়িয়ে গিয়েছি, তুমি কোথায় তখন? চার কুড়ি বছরের বেজে-ওঠা তো খুব পল্‌কা শব্দ নয়। তা কি কোথাও তোমাকে ছোঁয়নি?

একমাথা সাদা চুল এই মানুষটাকে কি তুমি চিনতে পারছ? সে তার সব আলো সব বাজনা ওই ছবির তলায় জমা করে দিয়েছে। এখন সমস্ত তাড়সের ওপর তোমার ভোরাই হাসি ঝরুক, ঝরতে থাকুক মা।